মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (syeda.jahan@bb.org.bd), নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (n.sultana@bb.org.bd) এবং শাহ্ মোঃ সুমন, উপপরিচালক, গবেষণা বিভাগ (sm.sumon@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

সম্পাদনা টিম

মূখ্য সম্পাদক

মোঃ জুলহাস উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সম্পাদক

মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক (গবেষণা)

সদস্যবৃন্দ

সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা)
নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম-পরিচালক (গবেষণা)
শাহ্ মোঃ সুমন, উপপরিচালক (গবেষণা)

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭৮৬.৬০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.১৩ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় বেশ কম এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধি ৯.৮৫ শতাংশের চেয়েও কিছুটা কম। *মূলতঃ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের জোরালো প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের প্রেক্ষিতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার চেয়ে কম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের অবচিতির চাপ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডলার বিক্রয়ের দরুন আলোচ্য সময়কালে সামগ্রিকভাবে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পায়, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের ধীর প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ১৮১৫৯.৫৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬.২১ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৮.৫০ শতাংশের চেয়ে কিছুটা কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৪.০১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। *সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে বেশি হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি মার্চ'২৩ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৩৭.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩১.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, পণ্যমূল্যের উচ্চ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মেগা-প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি, মূলতঃ আমদানি হ্রাসের ফলে প্রত্যাশামত রাজস্ব আদায় না হওয়া ও ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ জুলাই-মার্চ'২৩ সময়ে ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এখনো তা সরকারের জাতীয় বাজেটে ঘোষিত সীমার মধ্যেই রয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.০৩ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (১১.২৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা বেশি। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ মার্চ'২২ শেষের ৮২.৬৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে ৭৯.৬৭ শতাংশে দাঁড়ায়। *আলোচ্য সময়ে কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের মেয়াদ বর্ধিতকরণ সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসজাত পণ্যের আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ এবং এলসি খোলার ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণে আমদানি হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত তারল্য সংকুচিত হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৮০০.১২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৯.০৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪৫৬.০২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। *মূলতঃ আমদানি অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ব্যাংকসমূহের কাছে ডলার বিক্রির ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পায়।* তবে, বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৬১ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ৫.৭৬ শতাংশের তুলনায় কিছুটা বেশি। *উল্লেখ্য, মুদ্রা বাজারে তারল্য চাপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ও শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহকে তারল্য সুবিধা দেওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার এ বৃদ্ধি ঘটেছে।*
- গড় বার্ষিক এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২২ শেষের ৭.৭০ শতাংশ এবং ৮.৭১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.৩৯ শতাংশ এবং ৯.৩৩ শতাংশ। *গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই ভূমিকা রেখেছে। তবে, খাদ্য-মূল্যস্ফীতির ব্যাপক বৃদ্ধি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে অধিক ভূমিকা রেখেছে।*
- *মূলতঃ বৈশ্বিক অস্থিরতায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের উচ্চ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাসের ফলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়*

দেশের মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, জুন'২৩ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯.০২ শতাংশ এবং ৯.৭৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- মার্চ'২৩ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৩৭.৬০ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২২ ও জুন'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১৪৫৭.২৭ বিলিয়ন ও ২০৩৪.৩৫ বিলিয়ন টাকা। *চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত তরল সম্পদের ক্রমহ্রাসমান ধারা বিদ্যমান ছিল, যা মার্চ'২৩ শেষে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, এপ্রিল'২৩ শেষে তা আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮৬.০১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।*
- মার্চ'২৩ শেষে আমানতের গড় ভারীত সুদ হার এবং আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৪.২৩ শতাংশ এবং ৭.২২ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪.৩৫ শতাংশ এবং ৭.৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। *অর্থনীতিতে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কয়েক দফায় নীতি সুদ হার বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্যের চাপ থাকায় গড় ভারীত সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- মার্চ'২৩ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১৬.২১ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২২ এবং মার্চ'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১২০৬.৫৭ বিলিয়ন টাকা ও ১১৩৪.৪১ বিলিয়ন টাকা। *করোনা মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বৈশ্বিকভাবে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরুর টালমাটাল পরিস্থিতির কারণে সাম্প্রতিককালে ব্যাংক ব্যবস্থায় শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাব ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, নীট বৈদেশিক সাহায্য এবং অন্যান্য দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণের (নীট) অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে আর্থিক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে (overall balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, যা ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের অবচিতি চাপ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।* উল্লেখ্য যেঃ
  - জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৮৪ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে ১৩৪৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
  - আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.৮৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৯.৯২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে ১৫৮০৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
  - প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৪.৮৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে ৫৫৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মার্চ'২৩ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ২.৬১ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে মার্চ'২৩ শেষে ১০৬.৮০ টাকায় দাঁড়ায় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মে'২৩ শেষে তা ১০৭.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- মার্চ'২৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১১৪২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল ৫.৮ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ শেষে ৩১,২০২.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩)

আর্থিক খাতে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও চলমান চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে বিনিময় হারে অবচিতির চাপ ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রণীত এ মুদ্রানীতিতে জুন'২৪ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৩ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১১.০ শতাংশ এবং গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি অর্থবছর'২৪ এ ৬.০০ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক অস্থিরতায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের উচ্চ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির ফলে দেশের মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি জুন'২৪ শেষে নির্ধারিত সিলিংয়ের মধ্যে নামিয়ে আনা চ্যালেঞ্জিং হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে, ইতোমধ্যে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস ও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে কাংখিত উন্নতি এবং আর্থিক হিসাবে ঘাটতি হ্রাস পাওয়ায় একদিকে তা আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সামগ্রিকভাবে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাসে এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানে অবচিতির চাপ হ্রাসে সহায়ক হয়েছে, অন্যদিকে তা তেমন অর্থবছর ২০২৪ এর জন্যও শুভ ইংগিত বহন করছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭৫৭৯.৬৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭৮৬.৬০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ২.০৪ শতাংশ ও ০.৫৭ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৩.২৩ শতাংশ হ্রাস পেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.১৩ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় বেশ কম এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধি ৯.৮৫ শতাংশের চেয়েও কিছুটা কম। *মূলতঃ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের জোরালো প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের প্রেক্ষিতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার চেয়ে কম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতির চাপ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডলার বিক্রয়ের দরুন আলোচ্য সময়কালে সামগ্রিকভাবে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পায়, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের ধীর প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।*

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

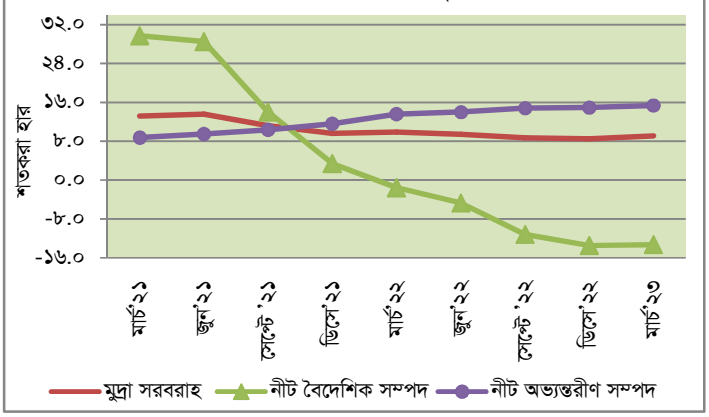

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখ্য, মার্চ'২৩ শেষে বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ১৩.২৮ শতাংশ, যা মার্চ'২২ শেষে ১.৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। মার্চ'২৩ শেষে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৫.৪০ শতাংশ, যা মার্চ'২২ শেষে ১৩.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চার্ট-১)।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭৬১৭.৬২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮১৫৯.৫৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.০২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬.২১ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৮.৫০ শতাংশের চেয়ে কিছুটা কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৪.০১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, *সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে বেশি হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি মার্চ'২৩ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় অধিক হয়েছে।*

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

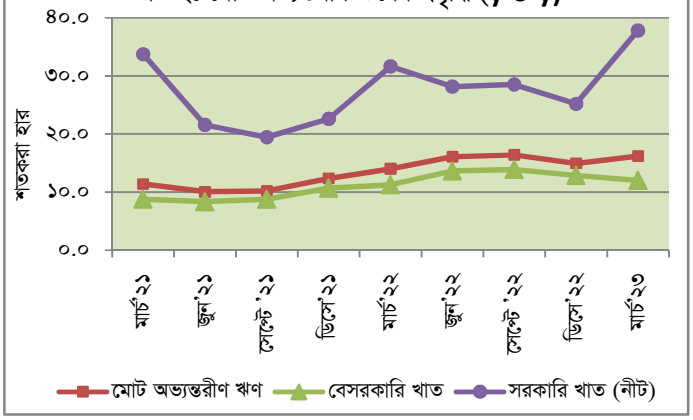

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ডিসেম্বর ২০২২ শেষের তুলনায় ১০.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৩২৪৫.৬২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৩৭.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩১.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, পণ্যমূল্যের উচ্চ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মেগা-প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি, মূলতঃ আমদানি হ্রাসের কারণে প্রত্যাশামত রাজস্ব আদায় না হওয়া ও ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ জুলাই-মার্চ'২৩ সময়ে ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এখনো তা সরকারের জাতীয় বাজেটে ঘোষিত সীমার মধ্যেই রয়েছে।*

বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.০৩ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (১১.২৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা বেশি (চার্ট-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ মার্চ'২২ শেষের ৮২.৬৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে ৭৯.৬৭ শতাংশে দাঁড়ায়। *আলোচ্য সময়ে কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের মেয়াদ বর্ধিতকরণ সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসজাত পণ্যের আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ এবং এলসি খোলার ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণে আমদানি হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত তারল্য সংকুচিত হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার নিচে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০৯০.৮৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৪.৭৫ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৩.৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৩.২৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা জুন'২৩ এর *প্রক্ষেপিত* (১১.৯০ শতাংশ হ্রাস) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ১.৬০ শতাংশ প্রকৃত হ্রাসের তুলনায় বেশি।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৮০০.১২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৯.০৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪৫৬.০২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১১.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৮২৫.১৪ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৩৫.৮৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ২৯৭৪.৯৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ৫.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৮২০.১৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।* তবে, বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৬১ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ৫.৭৬ শতাংশের তুলনায় কিছুটা বেশি (চিত্র-৩)। *উল্লেখ্য, মুদ্রা বাজারে তারল্য চাপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ও শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহকে তারল্য সুবিধা দেওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

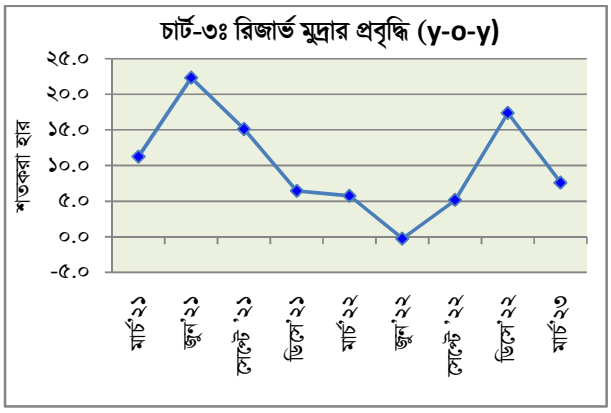

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

মার্চ'২৩ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৩৭.৬০ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২২ ও জুন'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১৪৫৭.২৭ বিলিয়ন ও ২০৩৪.৩৫ বিলিয়ন টাকা। *চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত তরল সম্পদের ক্রমহ্রাসমান ধারা বিদ্যমান ছিল, যা মার্চ'২৩ শেষে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, এপ্রিল'২৩ শেষে তা আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮৬.০১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।*

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদের* গতিধারা

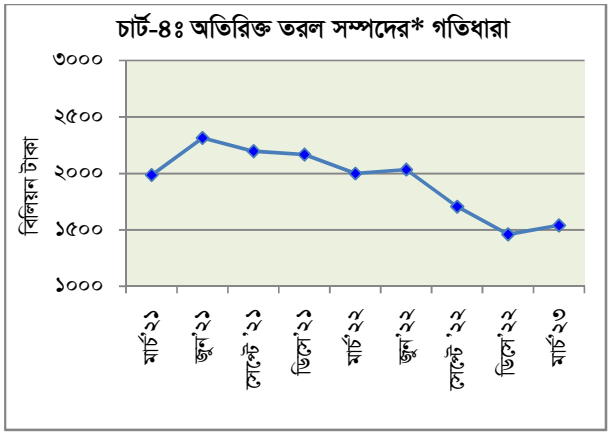

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।
* সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

মার্চ'২৩ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৪.২৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের ৪.০১ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইসাথে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৭.২২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের ৭.১১ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। *অর্থনীতিতে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কয়েক দফায় নীতি সুদ হার বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্যের চাপ থাকায় গড় ভারীত সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৯৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ শেষে ছিল ২.৯৯ শতাংশ। আমানতের সুদ হার আগামের সুদ হারের অপেক্ষা বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদ হারের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়; যা আগামীতে আমানত বৃদ্ধিতে অনুকূল প্রভাব রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

চার্ট-৫ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

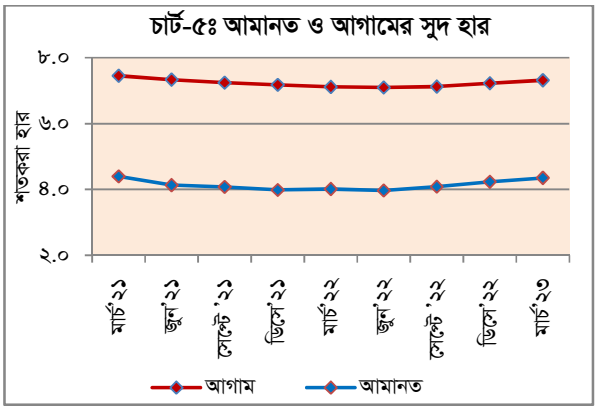

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও এর অনুপাত

মার্চ'২৩ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১৬.২১ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২২ এবং মার্চ'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১২০৬.৫৭ বিলিয়ন টাকা ও ১১৩৪.৪১ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত[১] দাঁড়ায় ৮.৮০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৮.১৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের ৮.৫৩ শতাংশের তুলনায় বেশি। *করোনা মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বৈশ্বিকভাবে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরুর টালমাটাল পরিস্থিতির কারণে সাম্প্রতিককালে ব্যাংক ব্যবস্থায় শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়* (চার্ট-৬)।

চার্ট-৬ঃ মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও এর অনুপাতের গতিধারা

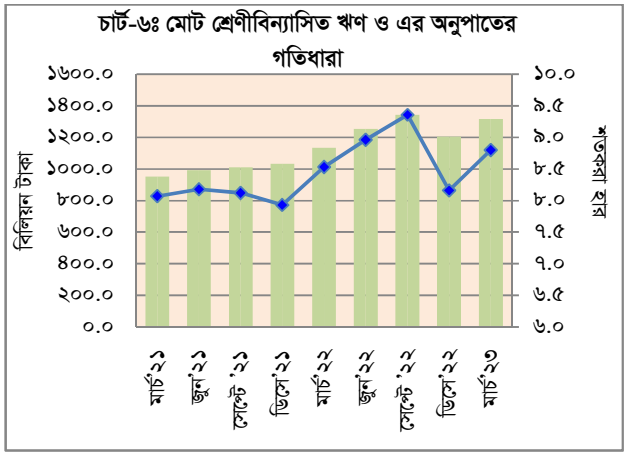

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২২ শেষের যথাক্রমে ৭.৭০ শতাংশ এবং ৮.৭১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.৩৯ শতাংশ এবং ৯.৩৩ শতাংশ। মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই বৃদ্ধির ফলে ডিসেম্বর'২২ শেষের তুলনায় মার্চ'২৩ শেষে গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.৩১ শতাংশ ও ৮.৫৩ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৭.৭৫ শতাংশ ও ৭.৬২ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯.০৯ শতাংশ ও ৯.৭২ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ৭.৯১ শতাংশ ও ৯.৯৬ শতাংশ।

মূলতঃ বৈশ্বিক অস্থিরতায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের উচ্চ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাসের ফলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের মূল্যস্ফীতি

[১] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)।

সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির আওতায় নীতি সুদ হার বৃদ্ধি এবং অর্থনীতিতে অর্থ ও ঋণের যোগান সীমিতকরণ মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, জুন'২৩ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯.০২ শতাংশ এবং ৯.৭৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনীতে তুলে ধরা হলো।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

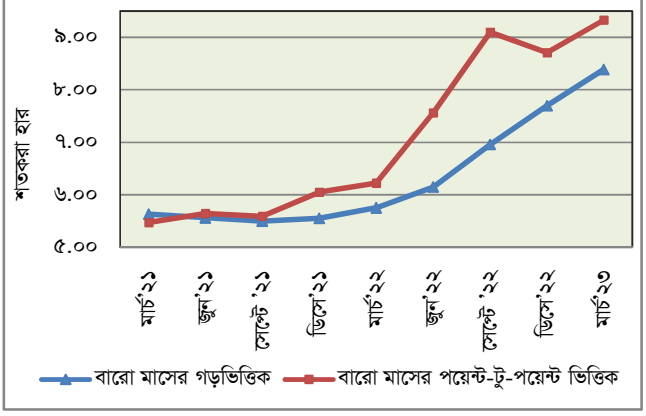

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ওভারনাইট রেপো সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৫.৭৫ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৬.০০ ভাগ এবং নীতি সুদহার করিডর যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রিভার্স রেপো সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৪.২৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সুষ্ঠু তারল্য ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ৭, ১৪ ও ২৮ দিন মেয়াদি 'Mudarabah Liquidity Support (MLS)' এমএলএস তারল্য সুবিধা প্রবর্তন করা হয়।

কল মানিঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৫.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৭.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩২৪৬.০৪ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৭৪৬.৩৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮.২০ শতাংশ বেশি। কলমানি মার্কেটে লেনদেন বৃদ্ধির পাশাপাশি গড় ভারীত সুদ হার ডিসেম্বর'২২ শেষের ৫.৮০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে ৬.০৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রেপোঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৬১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১-৪ দিন মেয়াদি ১৩৪৭.৫১ বিলিয়ন টাকার ১৭৮৫টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ১৭০৬.৩৫ বিলিয়ন টাকার ২৩৯৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৬২টি নিলাম এবং উক্ত নিলামসমূহে ১-৪ দিন মেয়াদি ২৫৬৬.৪২ বিলিয়ন টাকার ৩০১৩টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ৯৯৭.১৬ বিলিয়ন টাকার ১৪৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

রিভার্স রেপোঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ অনুভূত হওয়ায় বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৬৩১.৬৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫৬.৫৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৬৮৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, সর্বমোট ১৭৫.০৬ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট

৫৯৮.২৯ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২৯.১৭ বিলিয়ন টাকার ৩৯৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ২৬৯.১২ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৭৭.৯৫ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩৫.৩২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৬৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, ১৪২.৬৩ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৪৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৩.৯২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৩২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং অবশিষ্ট ৯৪.০৮ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৭.৯৭৪৮ শতাংশ থেকে ৮.৮৯০০ শতাংশ এবং ৭.৮৫০০ শতাংশ থেকে ৮.৯৪০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৯৭.৮৩ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি (০৭ দিন, ১৪ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদি) বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকা এবং অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি(আইবিএলএফ) এবং মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট(এমএলএস)ঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে আইবিএলএফ এর ৪৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব নিলামে ৪৪৯.৩৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১১০টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের expected profit rate এর ব্যাপ্তি ছিল ৫.৬০ শতাংশ থেকে ৭.৫০ শতাংশ। অপরদিকে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এমএলএস এর ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং এ নিলামে ১.৯৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ০১টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের expected profit rate ছিল ৬.৭৫ শতাংশ।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৮৪ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১৩৪৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.৮৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৯.৯২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১৫৮০৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৪.৮৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৩ শেষে দাঁড়ায় ৫৫৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ রপ্তানির তুলনায় আমদানি ব্যয় অধিক হারে হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (inflow) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (current account balance) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ১৭০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৬২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। এছাড়া, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, নীট বৈদেশিক সাহায্য এবং অন্যান্য দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণের (নীট) অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আর্থিক হিসাবে (financial account) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী

ত্রৈমাসিকের ১৪৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে ১১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে, সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে (overall balance) ৯৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। *মূলতঃ চলতি হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত এবং আর্থিক হিসাবে ঘাটতি অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, যা বর্তমানে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের অবচিতি চাপ নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।*

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে[১] ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২.৬১ ভাগ এবং ১৯.২৯ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে মার্চ ২০২৩ শেষে ১০৬.৮০ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট-৮)। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০২২ এবং মার্চ ২০২২ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ১০৪.০১ এবং ৮৬.২০ টাকা।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

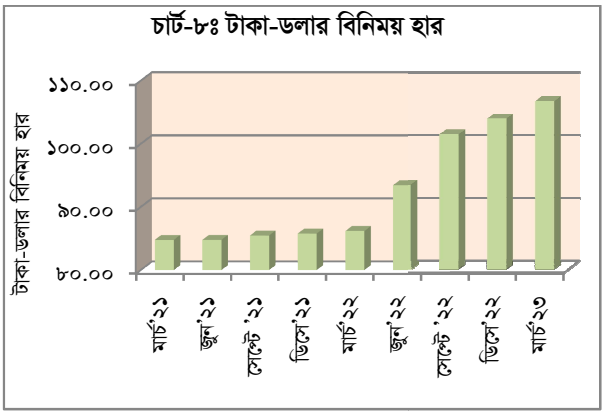

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে আর্থিক হিসাবে বড় ধরনের ঘাটতি থাকায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতির চাপ সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৩.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রয় করেছে যা বিনিময় হারে অবচিতির চাপ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ অর্থবছরে অবচিতির চাপ কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ১৩.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রয় করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক গত অর্থবছরে কিছু নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে **অপ্রয়োজনীয়** ও বিলাসজাতীয় পণ্যের আমদানি **নিরুৎসাহিত** করার লক্ষ্যে এলসি মার্জিন ১০০ শতাংশ পযন্ত বর্ধিতকরণ, **আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিটেন্স** প্রেরণে নগদ প্রণোদনার হার ২.০ শতাংশ হতে ২.৫ শতাংশে উন্নীতকরণ **এবং এ প্রণোদনা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সরকারি অর্থায়নে বিদেশ সফরের উপর বিধিনিষেধ** আরোপ **এবং এক্সপোর্ট রিটেনশন কোটা** ও অনুমোদিত ডিলারদের উন্মুক্ত সীমা হ্রাসকরণ **ইত্যাদি** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এসব পদক্ষেপসমূহের দরূন রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি ও অপ্রয়োজনীয় আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতির চাপ প্রশমিত হয়ে অর্থনীতি ইতোমধ্যেই স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসতে শুরু করেছে।*

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index)

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর ২০২২ শেষের ১০৪.৮০ থেকে ২.৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০২৩ শেষে ১০২.০৮ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৬.৭৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। *সূচকের এ হ্রাস আমাদের প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্যে*

[১] টাকা-ডলার বিনিময় হারের (মাস শেষে) জন্য বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অংশীদার দেশসমূহের তুলনায় টাকার নমিনাল বিনিময় হারের অবচিতিকে নির্দেশ করলেও তা টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির ইংগিত বহন করে, যা সামনের মাসগুলোতে বৈদেশিক খাতে কাংখিত অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। মার্চ ২০২৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১১৪২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৯), যা ৫.৮ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। ডিসেম্বর ২০২২ এবং মার্চ ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৭৪৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৫.০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান) এবং ৪৪১৪৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৭.১ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান)। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ শেষে ৩১,২০২.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

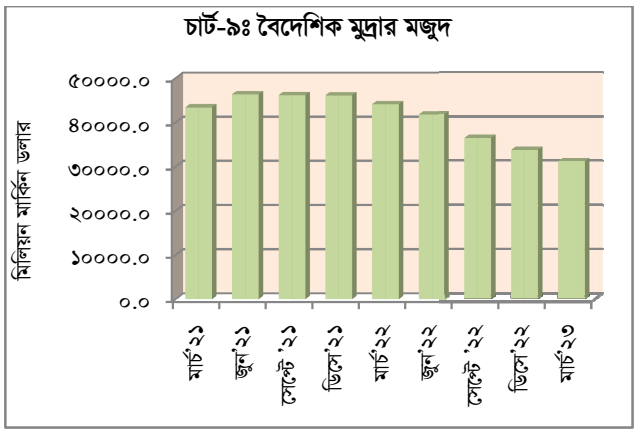

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ওভারনাইট রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.৭৫ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৬.০০ ভাগে এবং নীতি সুদহার করিডর যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৪.২৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ১৫ জানুয়ারি ২০২৩, jan152023mpd01.pdf (bb.org.bd))
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২৪ জুন ২০০৭ তারিখে জারিকৃত 'Issuance of Bangladesh Government treasury Bonds' (১১ এপ্রিল ২০১৩ ও ৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সংশোধিত) শীর্ষক প্রজ্ঞাপনে সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনের ফি ও বিদ্যমান বন্ধ সময়কাল (Shut Period) ৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সংশোধন করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ ডিএমডি, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩, jan172023dmd01.pdf (bb.org.bd))
- কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ না করে আন্তঃব্যাংক লেনদেনসহ বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগৃহীত তহবিলের মাধ্যমে লীজ অর্থায়নের মত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে তহবিলের Maturity Mismatch এর কারণে আন্তঃব্যাংক লেনদেন হতে উদ্ভূত দায় এবং আমানতকারীদের অর্থ মেয়াদান্তে পরিশোধে কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায়, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা ও বিদ্যমান Maturity Mismatch এর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাবলিক মানির ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তঃব্যাংক লেনদেন পরিহার করতঃ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের

উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ ডিএফআইএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, feb012023dfiml02.pdf (bb.org.bd))

- শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সুষ্ঠু তারল্য ব্যবস্থপনা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৭, ১৪ ও ২৮ দিন মেয়াদি 'Mudarabah Liquidity Support (MLS)' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। MLS সুবিধায় প্রযোজ্য পরিমাণ হবে ন্যূনতম ১০ কোটি টাকা অথবা এর গুণিতক; এবং প্রত্যাশিত মুনাফার হার হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের MLS গ্রহণের তারিখ হতে প্রচলিত ০৩ মাসের এমটিডিআর (মুদারাবাহ টার্ম ডিপোজিট রিসিপ্ট) হারের সমতুল্য। (বিস্তারিতঃ ডিএমডি, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, feb052023dmd02.pdf (bb.org.bd))
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়জনিত কারণে ব্যাংকিং খাত হতে ব্যাপক পরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা হচ্ছে, যার ফলে ব্যাংকসমূহে অর্থের অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পেয়েছে বিধায় সিএমএসএমই খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ পেক্ষাপট বিবেচনায় সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সিএমএসএমই খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত 'সিএমএসএমই খাতে অর্থায়নের বিপরীতে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম'কে প্রাক-অর্থায়ন স্কিমে রূপান্তর করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এসএমইএসপিডি, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩, Microsoft Word - Circular letter 02 of 2023_Final.docx (bb.org.bd))
- চলচ্চিত্র শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিদ্যমান সিনেমা হলগুলো সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং নতুন সিনেমা হল নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণোত্তর অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, feb152023brpdl05.pdf (bb.org.bd))
- বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির মধ্যে সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সাল অন্তে খাতভিত্তিক ঋণের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার হার নির্ধারণ করা হয়েছে নিম্নরূপ: সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ২৫ শতাংশ, কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ৫০ শতাংশ, নারী উদ্যোগে ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ১৫ শতাংশ। ২০২৪ সাল অন্তে সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন: উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০ শতাংশ, সেবা শিল্পে অন্যূন ২৫ শতাংশ এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ। (বিস্তারিতঃ এসএমইএসপিডি, ১৬ মার্চ ২০২৩, mar162023smespd104.pdf (bb.org.bd))
- রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) হতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত ডিলারসমূহের কাছে ৩.০০ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হয়েছে, যেখানে অনুমোদিত ডিলারসমূহ ম্যানুফেকচারার-রপ্তানিকারকদের নিকট হতে ৪.৫০ শতাংশ হারে সুদ গ্রহণ করবে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, feb012023fepd02e.pdf (bb.org.bd))
- বর্তমানে স্মাট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আর্থিক খাতে ব্যবহৃত সিস্টেমসমূহ পরিচালনায় তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ গতির ইন্টাররেট ও ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে, ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তি ইন্টাররেট নির্ভর হওয়ায় এতে সাইবার আক্রমণসহ তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি রয়েছে। এক্ষণে, ক্লাউড কম্পিউটিং সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ক্লাউড কম্পিউটিং সংক্রান্ত নীতিমালা 'Guidelines on Cloud Computing' অনুসরণের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার /পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার/পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর এবং অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৬ মার্চ ২০২৩, mar162023brpd05.pdf (bb.org.bd))
- বৈশ্বিক বিরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার বিপরীতে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর অভিঘাত সহনশীল করাসহ দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ খাতের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিতকল্পে সহজ শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে 'রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল' শীর্ষক

১০ হাজার কোটি টাকার একটি প্রাক অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০১ জানুয়ারি ২০২৩, jan012023brpd01.pdf (bb.org.bd))

১১। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের স্বল্পমেয়াদি বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ

- করোনা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি যখন পুনরুদ্ধারের দিকে গতিশীল হচ্ছে, তখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিরাজমান বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহ মুদ্রা সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছে। এতে বৈশ্বিক আর্থিক খাতসমূহের উপর সৃষ্ট চাপের ফলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতও কতিপয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বৈশ্বিক সুদের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির চাপের কারণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহীতাকে বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে, যা পক্ষান্তরে মুনাফা হ্রাসের মাধ্যমে সম্পদের মান বা asset quality-তে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। একই সময়ে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদ হারের বৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ ঋণের তহবিল খরচ (cost of fund) কেও বৃদ্ধি করছে। এছাড়া, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার বিক্রির কর্মসূচী এবং সেসাথে অভ্যন্তরীণ ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি ব্যাংকিং খাতের তারল্যে আরো চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- তারল্য ও বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে আমদানি-বিকল্প পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণসহ বিলাসবহুল এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানিতে আরোপিত বিধিনিষেধ অব্যাহতকরণ ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, প্রচার ও ও প্রসারে উদ্ভাবনী চিন্তা কাজে লাগানো এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, বিদ্যমান বিভিন্ন টাকা-ডলার বিনিময় হারের পরিবর্তে একক এবং বাজার-ভিত্তিক বিনিময় হারের প্রবর্তন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রেখে মুদ্রানীতিকে অধিকতর কার্যকর হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।
- শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত (NPL ratio) এর ক্রমাগত বৃদ্ধিই মূলত ব্যাংকিং খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ কারণ NPL ratio-র এ বৃদ্ধি ব্যাংকের মুনাফাকে (In terms of Return on Asset (ROA), return on equity (ROE)) ক্রমশঃ কমিয়ে দিতে পারে। আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাংকিং খাতে NPL হ্রাস এবং প্রদত্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ নজরদারী এবং মনিটরিং জোরদার করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে, রাষ্ট্র-মালকিানাধীন ব্যাংকসমূহের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এবং ৮টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের খেলাপী ঋণ হ্রাস করে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে এবং তাদের পারফরমেন্স উন্নীতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ও প্রভাবশালী ঋণখেলাপীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ বর্তমানে বোর্ডের অধীনে পর্যালোচিত হচ্ছে এবং ব্যাংক কোম্পানী আইনের (সংশোধিত) খসড়া ২০২৩ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন্ড মার্কেটের ভূমিকা অপরিসীম হলেও দেশে বন্ড মার্কেট তেমন বিকাশ লাভ করেনি। এ পরিস্থিতিতে, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বন্ড ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেট উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডের ইস্যু ও রি-ইস্যুকরণে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে, অধিকতর সক্রিয় ও সম্প্রসারিত সেকেন্ডারি মার্কেট এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের Market Infrastructure (MI) Module এর পাশাপাশি দেশের স্টক এক্সচেঞ্জ (ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) এর

ট্রেডিং প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজের লেনদেন বিষয়ক নির্দেশনাবলী সম্বলিত 'Guidelines on the Secondary Trading of Government Securities, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপসংহার

অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতগুলোর জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রসারের মাধ্যমে সামগ্রিক যোগান ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার সূত্রে দেশজ প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারের নীতি পদক্ষেপ অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকটাবস্থার মধ্যেও অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে নিরবচ্ছিন্ন ঋণ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদের ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	মার্চ	ডিসেম্বর	মার্চ	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৩	২০২২	২০২২	২০২২	২০২১	২০২১	ডিসেম্বর'২২ এর তুলনায় মার্চ'২৩	সেপ্টেম্বর'২২ এর তুলনায় ডিসেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২১ এর তুলনায় মার্চ'২২	মার্চ'২২ এর তুলনায় মার্চ'২৩	মার্চ'২১ এর তুলনায় মার্চ'২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩০৯০.৮৩	৩১৯৩.৯৭	৩৩৫৩.৩০	৩৫৬৪.০১	৩৬৯১.৫৫	৩৬২১.৯৮	-১০৩.১৪	-১৫৯.৩৩	-১২৭.৫৪	-৪৭৩.১৮	-৫৭.৯৭
							-(৩.২৩)	-(৪.৭৫)	-(৩.৪৫)	-(১৩.২৮)	-(১.৬০)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৪৬৯৫.৭৮	১৪৩৮৫.৭২	১৩৮৭৪.৯৮	১২৭৩৫.০৬	১২৫১৪.৮০	১১২১৫.৯৬	৩১০.০৬	৫১০.৭৪	২২০.২৬	১৯৬০.৭২	১৫১৯.১০
							(২.১৬)	(৩.৬৮)	(১.৭৬)	(১৫.৪০)	(১৩.৫৪)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৮১৫৯.৫৭	১৭৬১৭.৬২	১৭১০০.৭৩	১৫৬২৭.১২	১৫৩২১.৮৮	১৩৭০৭.৩৪	৫৪১.৯৫	৫১৬.৮৯	৩০৫.২৪	২৫৩২.৪৫	১৯১৯.৭৮
							(৩.০৮)	(৩.০২)	(১.৯৯)	(১৬.২১)	(১৪.০১)
i) সরকারি খাত (নীট)	৩২৪৫.৬২	২৯৩৬.১৯	২৯২৪.৯২	২৩৫৪.৯৪	২৩৪৫.৪৪	১৭৮৯.১২	৩০৯.৪৩	১১.২৭	৯.৫০	৮৯০.৬৮	৫৬৫.৮২
							(১০.৫৪)	(০.৩৯)	(০.৪১)	(৩৭.৮২)	(৩১.৬৩)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৪৫.৮৭	৪২০.০৯	৩৮১.৬৮	৩৫৭.৭৯	৩৪৩.৯৬	৩১৪.৩৯	২৫.৭৮	৩৮.৪১	১৩.৮৩	৮৮.০৮	৪৩.৪০
							(৬.১৪)	(১০.০৬)	(৪.০২)	(২৪.৬২)	(১৩.৮০)
iii) বেসরকারি খাত	১৪৪৬৮.০৮	১৪২৬১.৩৪	১৩৭৯৪.১৩	১২৯১৪.৩৯	১২৬৩২.৪৮	১১৬০৩.৮৩	২০৬.৭৪	৪৬৭.২১	২৮১.৯১	১৫৫৩.৬৯	১৩১০.৫৬
							(১.৪৫)	(৩.৩৯)	(২.২৩)	(১২.০৩)	(১১.২৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৪৬৩.৭৯	-৩২৩১.৯০	-৩২২৫.৭৫	-২৮৯২.০৬	-২৮০৭.০৮	-২৪৯১.৩৮	-২৩১.৮৯	-৬.১৫	-৮৪.৯৮	-৫৭১.৭৩	-৪০০.৬৮
							(৭.১৮)	(০.১৯)	(৩.০৩)	(১৯.৭৭)	(১৬.০৮)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	১৭৭৮৬.৬১	১৭৫৭৯.৬৯	১৭২২৮.২৮	১৬২৯৯.০৭	১৬২০৬.৩৫	১৪৮৩৭.৯৪	২০৬.৯২	৩৫১.৪১	৯২.৭২	১৪৮৭.৫৪	১৪৬১.১৩
							(১.১৮)	(২.০৪)	(০.৫৭)	(৯.১৩)	(৯.৮৫)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৩৫২.৫২	৪৫২৫.৪১	৪১৮৪.৪৯	৩৭৫৫.৫৫	৩৭৯৩.১১	৩২৯৭.৭৮	-১৭২.৮৯	৩৪০.৯২	-৩৭.৫৬	৫৯৬.৯৭	৪৫৭.৭৭
							-(৩.৮২)	(৮.১৫)	-(০.৯৯)	(১৫.৯০)	(১৩.৮৮)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৫৪৬.৬৯	২৬৮১.৮২	২৩৯৯.৯৮	২১২৬.৮৭	২১০৭.২৩	১৮৪২.১৬	-১৩৫.১৩	২৮১.৮৪	১৯.৬৪	৪১৯.৮২	২৮৪.৭১
							-(৫.০৪)	(১১.৭৪)	(০.৯৩)	(১৯.৭৪)	(১৫.৪৬)
ii) তলবি আমানত	১৮০৫.৮৪	১৮৪৩.৫৯	১৭৮৪.৫১	১৬২৮.৬৯	১৬৮৫.৮৮	১৪৫৫.৬২	-৩৭.৭৫	৫৯.০৮	-৫৭.১৯	১৭৭.১৫	১৭৩.০৭
							-(২.০৫)	(৩.৩১)	-(৩.৩৯)	(১০.৮৮)	(১১.৮৯)
খ) মেয়াদি আমানত	১৩৪৩৪.০৮	১৩০৫৪.২৮	১৩০৪৩.৭৯	১২৫৪৩.৫১	১২৪১৩.২	১১৫৪০.২	৩৭৯.৮০	১০.৪৯	১৩০.২৭	৮৯০.৫৭	১০০৩.৩৫
							(২.৯১)	(০.০৮)	(১.০৫)	(৭.১০)	(৮.৬৯)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৪৫৬.০২	৩৮০০.১২	৩৪০০.৮	৩২১১.৫৬	৩২৩৬.৬৬	৩০৩৬.৬১	-৩৪৪.১০	৩৯৯.৩২	-২৫.১০	২৪৪.৪৬	১৭৪.৯৫
							-(৯.০৫)	(১১.৭৪)	-(০.৭৮)	(৭.৬১)	(৫.৭৬)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৮২০.১৮	২৯৭৪.৯৮	৩১৮৯.২৬	৩৪৪৭.৫৬	৩৫৪৬.০৭	৩৪৬৮.৪১	-১৫৪.৮০	-২১৪.২৮	-৯৮.৫১	-৬২৭.৩৮	-২০.৮৫
							-(৫.২০)	-(৬.৭২)	-(২.৭৮)	-(১৮.২০)	-(০.৬০)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬৩৫.৮৪	৮২৫.১৪	২১১.৫৪	-২৩৬.০০	-৩০৯.৪১	-৪৩১.৮০	-১৮৯.৩০	৬১৩.৬০	৭৩.৪১	৮৭১.৮৪	১৯৫.৮০
							-(২২.৯৪)	(২৯০.০৬)	-(২৩.৭৩)	(৩৬৯.৪২)	-(৪৫.৩৫)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	১১১৭.৯৮	১০৫৩.৪৪	৭১৬.৬৩	১২৮.০৪	৫৪.৬৪	-৯৭.৯৯	৬৪.৫৪	৩৩৬.৮১	৭৩.৪০	৯৮৯.৯৪	২২৬.০৩
							(৬.১৩)	(৪৭.০০)	(১৩৪.৩৩)	(৭৭৩.১৫)	-(২৩০.৬৭)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩১১৪২.৭০	৩৩৭৪৭.৭০	৩৬৪৭৬.৪০	৪৪১৪৭.০০	৪৬১৫৪.০০	৪৩৪৪১.০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	১৫৩৭.৬	১৪৫৭.২৭	১৭০৩.২৫	১৯৯৯.৭৪	২১৬৭.২৯	১৯৮৪.৬৫					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	১৩১৬.২১	১২০৬.৫৭	১৩৪৩.৯৬	১১৩৪.৪১	১০৩২.৭৪	৯৫০.৯০					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৮.৮০	৮.১৬	৯.৩৬	৮.৫৩	৭.৯৩	৮.০৭					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার	১০৬.৮০	১০৪.০১	১০১.৫০	৮৬.২০	৮৫.৮০	৮৪.৮০					
(মাস শেষে)											
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০২.০৮*	১০৪.৮০	১১২.৩৬	১১৫.৪৯	১১৫.৫০	১১২.৪১					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৮.৩৯	৭.৭০	৬.৯৬	৫.৭৫	৫.৫৫	৫.৬৩					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; *= প্রাক্কলিত;

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।